বদলাচ্ছে বসুন্ধরা

Episode no: 43. Increase Risk of Diseases

রচনা: সায়েন্স কমিউনিকেটর্স ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত।

চরিত্র: অ্যাম্বুলেন্সের চালক, রোগীর আত্মীয়, বাদল, অসীম, প্রবাল(বাবা), দীপা(মা), ডঃ মলয় সোম, ডঃ ইগর, নার্স।

দৃশ্য ১

(অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ , গাড়ির হর্ণ , কলকাতার রাস্তার পরিস্থতি)

(কথা শুরু হলে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ ইত্যাদি কমে আসবে**).**

পেশেন্টের বাড়ির লোকঃ ও ড্রাইভার দাদা, তাড়াতাড়ি চলুন না ভাই, দেখছেন না পেশেন্ট কি রকম ছটফট করছে, জোর শ্বাস কষ্ট হচ্ছে..... মোটে দম নিতে পারছে না, এদিকে গা তো জ্বরে পুড়ছে

অ্যাম্বুলেন্সের চালক : কি মুশকিল, **(** *বিরক্ত হয়ে)* দেখছেন না কি জ্যাম .....

পেশেন্টের বাড়ির লোকঃ কিন্তু, ডাক্তারের কাছে পৌঁছতে দেরি হলে তো এনার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে .....**(** *পেশেন্টের কাতরানির শব্দ, এফেক্ট* **)**

অ্যাম্বুলেন্সের চালক : আমি সব বুঝতে পারছি, কিন্তু উপায় কি বলুন, দেখছেন তো রাস্তার পরিস্থিতি; সমানে সাইরেণ বাজাচ্ছি, তাও কেউ সাইড দিচ্ছেনা, **(** *একটু থেমে***)** আর দেবেইবা কি করে, ছুঁচ গলবার মত ফাঁকও যেন নেই .....

পেশেন্টের বাড়ির লোকঃ (*কান্না কান্না সুরে* **)** মা, তুমি একটু জল খাও মা, আর একটু কষ্ট সহ্য কর মা, আমরা প্রায় হাসপাতালের কাছাকাছি এসে গেছি .....

অ্যাম্বুলেন্সের চালক : আপনি ব্যাস্ত হবেন না, আসলে এখন অফিসের ভিড়টাও তো রয়েছে তাই এই অবস্থা। **(** *সমবেদনার সুরে***)** আমাদের তো আজকাল এইরকম জ্বরের রোগীদেরই বেশি নিয়ে যেতে হচ্ছে, আর রাস্তায় এত গাড়ি যে এই রকম পরিস্থিতিতেও প্রায়ই পড়তে হচ্ছে; **(** *একটু থেমে***)** ওই, ওই যে একজন পুলিশের সার্জেন্ট এই দিকেই আসছেন, উনি যদি একটু ম্যানেজ করতে পারেন।

(*অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ ক্ষীণভাবে হয়েই চলেছে, অন্য একটি গাড়িতে বাদল ও অসীম দুই বন্ধু***)**

বাদল: কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানো যেন দিন দিন মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে, গাড়ির সংখ্যা যেভাবে বেড়েই চলেছে তাতে না কোনদিন সব অচল হয়ে আটকে যায়, **(** *থেমে* **)** যাঃ এখানে আবার কি হয়ছে; ট্র্যাফিক জ্যাম মনে হয়, ওহ্ হো, ওই, ওই যে একটা অ্যাম্বুলেন্স, দেখ ওর সামনের গাড়িগুলো অ্যাম্বুলেন্সটাকে যে সাইড দেবে সে উপায়ও নেই, আমরা আবার তার পিছনে পিছনে তিনটে গাড়ির পর আছি .....

অসীম: হ্যাঁ, অন্য গাড়ি গুলো যে বাঁদিকে সরে যাবে সে জায়গাটুকুও তো নেই, পরপর গাড়ি দাঁড়িয়ে.....

বাদল: ইস্, অ্যাম্বুলেনস মানেই তো কোনো না কোনো সিরিয়াস রোগী তাই না? (*অ্যাম্বুলেন্সের শব্দটা ক্ষীণ ভাবে হয়েই চলেছে*)

অসীম: কে জানে ওই রোগির অবস্থা কতটা সিরিয়াস; সামনের গাড়িগুলো হয়ত অ্যাম্বুলেন্সের অ্যালার্ম শুনতেই পাচ্ছেনা, সব গাড়ির জানালার কাঁচ বন্ধ কারণ গরমের হাত থেকে বাঁচতে আজকাল তো এসি গাড়ির রমরমা, দেখনা সামনের দিকে, পাশে, পর পর সব এসি প্রাইভেট গাড়ি।

বাদল: অন্যদের কথা আর বলে কি হবে ভায়া, আমাদের টাও তো এসি-কার, ... আর গরমটাও কেমন যেন বড্ড বাড়বাড়ি করছে, যাকে বলে একেবারে অসহনীয়, গুমোট হয়ে আছে, কবে যে বৃষ্টি নামবে কে জানে এদিকে জুলাই মাস চলছে .....

অসীম: উফ্, যা বলেছিস; আচ্ছা বাদল, এই রকম পরিস্থিতিতে সিরিয়াস পেশেন্ট বলতে তুই কাদের কথা বলছিস?

বাদল: কাদের আবার? যেমন হার্টের রোগী বা কোনো অগ্নিদগ্ধ মানে আগুনেপোড়া বা কোনো অ্যাকসিডেন্টের কেস এইসব আরকি; তা তুই হটাৎ এই প্রশ্ন করলি কেন?

অসীম: করলাম কেননা তার কারণ আছে,

বাদল: হুঁ, তা কি কারণ শুনি,

অসীম: দেখ, আজকাল সব কেমন পাল্টে গেছে তাই না? তেমন তেমন কেসে জ্বর-জ্বারি হলেও তো আজকাল হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হচ্ছে, নয়ত ঠিকঠাক চিকিৎসাই হচ্ছে না .....

বাদল: হ্যাঁ, এটা তুই ঠিক বলেছিস, এই তো কয়েক দিন আগে কাগজে পড়লাম এইসব জ্বরের জন্য নাকি মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে

অসীমঃ আর এটা হচ্ছে, কেননা এসব তো আর যে সে জ্বর নয় তাই, এ হোল .....(*কথার মাঝেই অসীম বলে ওঠে*) আরে আরে ওই দেখ, ওই দেখ, পুলিশ কেমন ভাবে অ্যাম্বুলেন্সটাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।(*স্বস্তির নিঃশ্বাস*) যাক বাবা ওটা বেরিয়ে গেল (*অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবে*)

বাদল: সত্যি এবার যেন শান্তি হল, তা হ্যাঁরে, তুই তখন জ্বরের ব্যাপারে কি যেন বলছিলি .....

অসীম: হ্যাঁ, বলছিলাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জ্বর আজকাল সহজে নিজের থেকে সারছে না, তখন ডাক্তার, বদ্যি, হাসপাতাল কিছুই বাদ থাকে না। শুনেছি, এখনকার এই জ্বরের বাহকরা নাকি এই শহরটার চারপাশের দূষণ ও পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের প্রকৃতি ও ধরণ ধারণও পাল্টাচ্ছে, দ্রুত বংশবৃদ্ধি করছে তাই তাদের প্রকোপও বাড়ছে। সেই কারণে মনে হয় প্যারাসিটামল জাতীয় সাধারণ চট-জলদি ওষুধে আর যেন কাজই হচ্ছে না .....

বাদল: হ্যাঁ, (*দীর্ঘ শ্বাস ফেলে*) সেটাই হয়ত বাস্তব পরিস্থিতি (*অনুরূপ আবহ মিউজিক*)

দৃশ্য – ২

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

(*বাদলের বাড়ির ড্রয়িংরুমে বাবা, মা ও মলয়কাকুর বিকেলের চা পর্ব এবং আড্ডা জমে উঠেছে, হাসি-রোল উঠছে, চায়ের কাপ ইত্যাদির শব্দ শোনা যাবে, মাঝে মাঝে বাজ পড়ার শব্দ আর জোর বৃষ্টির ঝমঝম আওয়াজ*)

দীপাঃ শুনছ, দক্ষিণের বারান্দার দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দাও না, দেখছনা বৃষ্টির ছাঁট আসছে, পর্দাটা ভিজে যাচ্ছে তো .....

প্রবালঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ দিচ্ছি, বৃষ্টিটা কিন্তু খুব জোর নেমেছে, কি বল? যাক (*স্বস্তির নিঃশ্বাস*) বর্ষা তাহলে এল ...

দীপাঃ তা যা বলেছ, রকম সকম পাল্টিয়ে যদিও দেরিতে এল, তবুও এল তো এটাই শান্তি আঃ !! দেখো, এবার ভালোই হবে বৃষ্টিটা। এই জুলাই মাসের শেষে বর্ষা এল, আর যেতে যেতে মনে হয় সেই পূজো কাবার .....

প্রবালঃ তা সেটা কি তোমার অনুমান নাকি গো? (*ঠাট্টার সুরে হাসি*) !

মলয়ঃ অনুমান? এটা তুমি কি বললে প্রবালদা?, বৌদি তো কখনো অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলেন না; তাছাড়া জলবায়ুর পরিবর্তনের জেরে ঋতু মহারাজ যে আজকাল তাঁর গতি প্রকৃতি ও সময়সীমার নিয়ম মানছেন না সেটা তুমি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে .....

বাদলঃ হ্যাঁ বাবা, ঠিক তাই, আমি রোজ ওই খবরের কাগজ, রেডিয়ো, টিভি সব জায়গায় আবহাওয়া আর জলবায়ু নিয়ে খবর পড়ি বা আলোচনা শুনি, তাতে করে মায়ের কথাকে আমিও সমর্থন করি।

প্রবালঃ আরে বাবা আমি তো ঠাট্টা করছিলাম, জলবায়ুর প্রকৃতি যে বদলাচ্ছে সে তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই, না হলে গরম কালের এই দাপট সহ্য করতে হয়? লম্বা গরমকাল, দেরিতে আসা বর্ষাকাল আর স্বল্প সময়ের জন্য শীত এটাই তো আজকাল মিঃ ক্লাইমেটের দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না?আমাদের দেশে তো এটা ভালই মালুম পড়ছে , কি বল মুকুল?

মলয়ঃ যা বলেছ প্রবালদা, হ্যাঁ, যার প্রভাব আবার আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর জবরদস্ত ভাবেই মালুম হচ্ছে ... জানতো, নানা আলোচনা ও সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে, সারা বিশ্বে ২০৩০ থেকে ২০৫০ এর মধ্যে পুষ্টির অভাবে ও নানান অসুখে যেমন, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া, diarrhea মানে অতিসার এবং তাপপ্রবাহের দরুণ অতিরিক্ত আড়াইলক্ষ মানুষের জীবনে নেমে আসতে চলেছে দুর্ভোগ যার পরিণতি স্বরূপ মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বাদলঃ সে কি ডাঃ কাকু! কিন্তু কিসের ভিত্তিতে এটা ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে?

মলয়ঃ খুব ভাল প্রশ্ন করেছ বাদল, ওই যে বললাম, জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব শুধু যে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর পড়ছে তা তো নয়, সে আমাদের পরিবেশ ও জীবকূলকেও তো প্রভাবিত করছে, তাই মানুষের ক্ষেত্রে যা ক্ষতিকারক, কিছু কিছু অসুখ-বিসুখের ভাইরাস বা কোনো কোনো রোগ জীবানুর পক্ষে সেটাই আবার লাভদায়ক বা সহায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমনটি ঘটেছে দিনেরবেলার মশা এডিস-এজিপটি দ্বারা বাহিত রোগ ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়ার ভাইরাস ও জিকা ভাইরাসের ক্ষেত্রে

দীপাঃ অর্থাৎ কারো পক্ষে জলবায়ুর এই পরিবর্তন প্রতিকূল আবার কারো পক্ষে অনুকূল তাইতো?

মলয়ঃ একদম ঠিক বলেছেন বৌদি, এইত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার(WHO) এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ২০১৫ সালের পর থেকে গরম বাড়ার সাথে সাথে এমন কিছু নতুন নতুন ভাইরাসের দেখা মিলছে যার কোনো টীকা বা ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয় নি .....

প্রবালঃ এত খুব চিন্তার কথা মুকুল .....

মলয়ঃ হ্যাঁ দাদা, তারা এ ব্যাপারে একটা তালিকাও প্রকাশ করেছে যেমন ধর কঙ্গ ফিভার, নিপা ভাইরাস ডিজিস, রিফট ভ্যালি ফিভার, মিডিল্ ইস্ট রেসপিরেটরি সিনড্রোম ইত্যাদির মত অসুখ।

দীপাঃ আমাদের দেশেও তো গরমের প্রভাবে চামড়ার রোগ ও অ্যালার্জির প্রকোপও বেশ বেড়েছে; এ ব্যাপারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তঃবিষয়ক জ্ঞানের আদান প্রদান খুব জরুরী। গরমকে

সামলাতে হলে যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন কমাতে হবে তেমনি দূষণ মুক্ত পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের নিজেদেরও বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বাদলঃ দাঁড়াও দাঁড়াও, জানতো মা এই সেদিন আমার বন্ধু অসীমও এই রকম কিছু একটা বলছিল

(হটাৎ ঘনঘন কলিং বেলের আওয়াজ হয়, সকলে চমকে ওঠে)

প্রবালঃ আরে আরে, এই ভাবে কে ঘনঘন বেল দিচ্ছে? কে এল? কি কাণ্ড, দেখত বাদল কে .....

বাদলঃ আমি দেখছি বাবা, তুমি ব্যাস্ত হয়ো না ..... (*দরজা খোলার আওয়াজ)*..... আরে অসীম তুই, এ হে, একেবারে ভিজে গেছিস তো !!

প্রবালঃ (*ঠাট্টার সুরে*) এ কি আশ্চর্য ব্যাপার, বাদল তো এক্ষুনিই তোমার নাম নিল অসীম!! আর নাম নিতে না নিতেই শয়তান হাজির, হা হা হা.....

দীপাঃ ইস্ কি যে সব বল না তুমি; এ হে,একদম ভিজে গেছে তো ছেলেটা, এই বৃষ্টির মধ্যে কেউ বেরোয়? যা বাদল, অসীমকে শিগগির শুখনো জামা কাপড় দে,... যাও বাবা অসীম, তুমি বাদলের সঙ্গে যাও...জেঠুর কথায় কিছু মনে কোরোনা বাবা। (*স্বামীর উদ্যেশ্যে*) উফ, তুমি পারো বটে, সব সময় তোমার ঠাট্টা!

বাদলঃ হ্যাঁ মা, আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে .....আয় অসীম আমার সঙ্গে আয় .....

প্রবালঃ হা,হা,হা, তাহলে দীপা তুমি বরং এখন এক কাজ কর, ছেলেটা তো বৃষ্টি মাথায় করে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এল, তাই ওর এবং আমাদের সকলেরই অনুকূলে বেশ গরম গরম চা আর তার সাথে ওই একটু কিছু ..... (*সকলের হাসি*)

দীপাঃ বুঝেছি মশাই বুঝেছি, আর বলতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করছি .....তোমরা কথা বল আমি চা নিয়ে আসছি ..... (চেঁচিয়ে) বাদল,অসীম, তোরা তাড়াতাড়ি আয় .....

(পরিস্থিতি অনুযায়ী মিউজিক)

প্রবালঃ এই তো অসীম এস এস বোসো, আলাপ করিয়ে দেই ইনি হলেন আমার বন্ধু ডঃ মলয় সোম।

অসীমঃ হ্যাঁ জ্যেঠু, ওনার কথা আমি বাদলের কাছে আগেই শুনেছি, আর কাজের সূত্রে উনি যে নানান অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারী সে কথাও জানি। তাই জেঠু বৃষ্টি ভিজে এসে আমার লাভই হল, বাদল বলছিল কি নিয়ে আপনারা আলোচনা করছিলেন। ডাঃ কাকু আপনারা আলোচনা চালিয়ে যান, আমারও খুব ভাল লাগে এইসব প্রসঙ্গ.....

মলয়ঃ বেশ বেশ, হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এটাতো আমরা সবাই জানি যে, মশা গরম ও ভেজা স্যাঁৎস্যাঁতে পরিবেশ পছন্দ করে আর বিশ্ব উষ্ণায়ণ তাদের সেই পছন্দের পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হয়ে উঠেছে

বাদলঃ মানে মশার বংশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে আর তাই মশার উৎপাৎ এত বেড়েছে, এবং তার সাথে বেড়ছে ওই ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মত অসুখ

মলয়ঃ জলবায়ুর ধরণ ধারণ বা চারিত্রিক পরিবর্তনের ফলে কেবল যে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে তাই নয়, ছাগাস, লেসমানিয়াসিস, লাইমডিজিস, বেবিওসিস এর মত ক্রান্তীয় পরজীবীঘটিত রোগও বাড়ছে এবং ছড়াচ্ছে ।

অসীমঃ এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে যদি একটু বুঝিয়ে বলেন

মলয়ঃ হ্যাঁ বলছি, তবে তার আগে যাঁর কথার সূত্র ধরে এইসব প্রসঙ্গ উঠে এল সেই বৌদি কই? তাঁকে আসতে দাও.....

বাদলঃ একদম ঠিক বলেছ কাকু, এইসব ব্যাপারে মা তো খুব আগ্রহী .....

অসীমঃ ওই তো কাকিমা এসে গেছেন সাথে নিয়ে ধুমায়িত চা আর বেগুনি; আহা আহা
দীপাঃ নাও,নাও এগুলির সদ ব্যবহার করতে করতে আলোচনা চালাও; আচ্ছা বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন যে অসুখ বিসুখের আঙ্গিকের ওপর নানা ভাবে প্রভাব ফেলেছে সেই ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলত ঠাকুরপো .....
বাদলঃ নানা ভাবে মানে?
মলয়ঃ নানা ভাবে বলতে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে কোথাও কোথাও স্থানীয় আবহাওয়া চরম আকার ধারণ করছে ফলে হচ্ছে অতি বৃষ্টি এবং স্থানে স্থানে জলজমা ও বন্যার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা করা যাচ্ছে, তার সঙ্গে ভ্যাপসা গরম, দূষণযুক্ত পরিবেশ সব মিলে মশা,মাছির বংশ বৃদ্ধি ও জল বাহিত রোগের সংক্রমণ দেখা দিচ্ছে আর এই অসুখ নতুন নতুন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তাদের এলাকা মানে zone বা ক্ষেত্রপরিসর বাড়াচ্ছে। আজকাল এমন এমন জায়গায় এই অসুখ দেখা যাচ্ছে যেখানে কয়েক দশক আগেও তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিলনা, সেই সব জায়গায় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জিকা ইত্যাদির প্রকোপ বেড়েছে ও উপযুক্ত পরিষেবা ও পরিকাঠামোর অভাবে স্বাস্থ্য সঙ্কটও দেখা দিয়েছে।
প্রবালঃ তা তো হবেই, প্রস্তুতির অভাবে চিকিৎসা বিভ্রাট তো দেখা দেবে তাই না? সময় মত চিকিৎসা না হলে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এমনকি মৃত্যুহারও তো বাড়বে .....
মলয়ঃ শুধু তাই? উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ভাবে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেশীয়-অর্থনীতির ওপরও চাপ বাড়বে.....
অসীমঃ ডাঃ কাকু, শুনেছি, ১৯৭০ সালের আগে মাত্র নয়টি দেশে ডেঙ্গু দেখা যেত আর বর্তমানে ১০০টিরও বেশি দেশ এই রোগে আক্রান্ত।
বাদলঃ সে কি রে কি বলছিস !!!
মলয়ঃ একদম ঠিক বলেছ অসীম ..... চীনে মায়োকার্ডিটিসে আক্রান্ত তিন হাজার মানুষের ওপর গবেষণার ফলে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ১১ শতাংশ লোক ডেঙ্গু থেকে মায়োকার্ডিটিসে আক্রান্ত হয়েছে। এই রোগটি, আক্রান্তদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে সক্ষম।
অসীমঃ আর আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে তো ডেঙ্গু প্রথম দেখা যায় ২০০০ সালে, কিন্তু বিগত ১৮/১৯ বছরে ক্রমশ পাল্টেছে তার ধরণ ধারণ, বেড়েছে মৃতের হার, জটিল হয়ে উঠছে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা! কিছু বুঝে ওঠার আগেই লাইফ সাপোর্টে চলে যেতে হচ্ছে অনেক রোগীকে, অথচ ডেঙ্গুর স্বাভাবিক উপসর্গ দৃশ্যমান হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চলতি বছরে ডেঙ্গুর ধরন বদলে গেছে। ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়ার পরও রোগীর শরীরে থাকা ডেঙ্গু-জীবানুর মতি গতি বুঝতে চিকিৎসকদের সময় লাগছে। ততক্ষণে রোগীর শরীরে থাকা জীবাণু দ্রুত আরেক রূপ ধারণ করছে এবং আঘাত হানছে রোগীর ব্রেন, হার্ট ও লিভারে। ডেঙ্গুর জীবাণু আগের তুলনায় বেশ শক্তিশালী ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে। জ্বর হওয়ার পর পরই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছে রোগী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যু ঘটছে অনেক রোগীর।
দীপাঃ এই কারণে তো পশ্চিমবাংলায় সরকারী পর্যায় বিশেষ সতর্কতাও অবলম্বন করা হয়েছে যদিও এই কয়েক দিন আগে সল্টলেক চত্বরে এক তরুণীর ডেঙ্গুর কারণে মৃত্যুর খবর কাগজে পড়লাম।
মলয়ঃ দেখ, নানামুখী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গুর বিষয়টি এখন মানুষ জানে। তবে এর যে গতি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন হচ্ছে সে সম্পর্কে কিন্তু সকলের যথেষ্ট সচেতনতা নেই।
বাদলঃ ডাঃ কাকু আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছা করছে যে জলবায়ুর এই চারিত্রিক পরিবর্তন কি মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদেরও অসুস্থ করে ফেলে?

মলয়ঃ বাহ্ খুব দরকারি প্রশ্ন করেছ বাদল, করে বইকি, অন্য প্রাণিদের ক্ষেত্রেও অসুস্থতার কারণ হয় এই জলবায়ু পরিবর্তন; যেমন গরমের জন্য স্যামন মাছেদের হার্ট এ্যটাকের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে আলাস্কায় .....

সকলেঃ (সমস্বরে) ওমা সেকি, কি কান্ড, মাছেদের হার্ট এ্যটাক ?

দীপাঃ খুলেই বল না বাপু ব্যাপারটা .....

মলয়ঃ হ্যাঁ বলছি, আমাদের এক আত্মীয় গত দুদশকের ওপর আলাস্কার অ্যাঙ্করেজ শহরে বাস করে যা কিনা প্রায়-মেরু অঞ্চল বলা যায় যদিও শহরটির উত্তর ও দক্ষিণ ঘন বনে ঘেরা; ওদের কাছে শুনেছিলাম জুন-জুলাই মাসে সেখানে দাবানলের মরসুম চলে, এটাই হল ওখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট। ওখানে এই রকম প্রাকৃতিক দাবানলের জন্য সেখানে জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা হয়। তবে বিগত কুড়ি বছরে ধীরে ধীরে তাতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, যেমন বাজ পড়ে জঙ্গলে আগুন লাগার ঘটনা বেড়েই চলছিল, আর এবার তো এই মরসুমে নির্ধারিত সময়ের পর অগাস্ট মাস পর্যন্ত চলেছে দাবানল, আর তার দাপটে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের। লক্ষ লক্ষ স্যামন মাছ মারা গিয়েছে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা বলছেন, সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে যাওয়ার ফলেই এই প্রজাতির মাছ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। তাই সমুদ্র সৈকতে ভেসে আসতে দেখা গেছিল অসংখ্য স্যামন ও গ্রে-হোয়েল প্রজাতির তিমির দেহ।

দীপাঃ কি সাংঘাতিক ব্যাপার!! আর সেখানকার মানুষ-জনের ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছিল এই পরিবর্তন?

মলয়ঃ বছরের বেশির ভাগ সময় শীতের চাদরে মোড়া আলাস্কায় কাঙ্ক্ষিত গরমকাল নিয়ে আসে আনন্দের ছোঁয়া, কিন্তু এই মরসুমে অ্যাঙ্করেজের তাপমাত্রা যখন ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা ৯০ডিগ্রী ফারেনহাইট ছাড়াল, লোকজন তখন ছুটল দোকানে, পাখা আর বরফ কিনতে। কেউ কেউ দূষণের ফলে অস্থির হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল .....

প্রবালঃ অ্যাঁ সেকি !!

মলয়ঃ হ্যাঁ, যেহেতু বাতাসের গুণাগুণ হল জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্যারামিটার, তাই তখন বাতাসে মিশে থাকা দাবানলের অতিরিক্ত ছাই, ধোঁয়ায় মিশে থাকা সূক্ষ্মকণিকা সকলের সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টের কারণ হয়ে উঠল, ফলে ব্যাক্টেরিয়াল নিউমোনিয়ার রিস্ক বেড়ে গেল।

প্রবালঃ দীপা, তোমার মনে আছে, গত জুলাই মাসে লণ্ডন থেকে তোমার দিদির মেয়ে ফোনে কি বলেছিল? বলে কিনা, "মাসী এখানে মানুষ ইন্ডিয়ান সামার টের পাচ্ছে, তাপমাত্রা ৩৮.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস উঠেছে",

দীপাঃ হ্যাঁ, খুব মনে আছে, তখন আমরা কত হাসাহাসি করেছিলাম তাই নিয়ে,

অসীমঃ *(দীর্ঘশ্বাস)* সত্যি কত কি যে ঘটছে এই পৃথিবীতে তার কতটুকুই বা জানি .....

মলয়ঃ তোমরা ইয়েলো ফিভার বা পীতজ্বরের নাম তো সকলেই শুনেছ; কি তাই তো?

(সকলেই "হুঁ" , "হ্যাঁ", "শুনেছি" ইত্যাদি উত্তর দেবে)

এই অসুখটিকে আগে দক্ষিণআমেরিকা,ক্যারিবিয়ান এবং আফ্রিকার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে খুব দেখা যেত। ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বছর ছয়েক আগে প্রায় ৮৪,০০০ জন এই অসুখে গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয় এবং তার ফলে মৃতের সংখ্যা ২৯,০০০ ছাড়িয়ে যায়। তারপর টীকা করণের মাধ্যমে তার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা সত্বেও রোগটি কিন্তু বর্তমানে ব্রাজিলের ওপর থাবা বসিয়েছে এবং এর কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন।

দীপাঃ বাপরে, তাহলে উপায়?

মলয়ঃ 'সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল এণ্ড প্রিভেনশন' এর তরফে সেখানে 'লেভেল ২' পর্যায়ে সতর্ক বার্তা জারি করা হয়েছে ওই দেশে, বিশেষ করে কর্ম সূত্রে যাওয়া বহিরাগতদের উদ্দেশ্যে ।

দীপাঃ আচ্ছা ভাই মলয়, একটা কথা বলত, বিগত দুই দশকের ইতিহাসে পশ্চিমি দুনিয়ার মানুষের মধ্যেও কি এই রকম জ্বরের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে ?

মলয়ঃ হ্যাঁ, গেছে বইকি, 'ওয়েস্ট নাইল ফিভার' হল এই রকম এক অসুখ। জ্বর, মাথাব্যথা, গাঁটে গাঁটে বেদনা ও চুলকানি হল যার লক্ষণ; আর মজার ব্যাপার, এক্ষেত্রেও এই অসুখের বাহক হচ্ছে সংক্রামিত মশা। 'ওয়েস্ট নাইল ফিভার'এ আক্রান্ত কোনো পাখিকে যদি মশা কামড়ায় তাহলে পরে সেই মশার দংশনে মানুষের ও অন্য প্রাণীদের দেহে এই রোগ দেখা দেবে। ১৯৯৯-এ নিউ ইয়র্কে প্রথম মানুষের দেহে এই রোগের দেখা মেলে, তখন থেকে রোগটি সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ছে ও আক্রান্তদের প্রতি ১৫০ জনের মধ্যে ১জনের মৃত্যুর ঘটনার খবর আছে।

অসীমঃ আর এইসব ঘটছে বিশ্বউষ্ণায়ণের ফলে জলবায়ুর চেনা প্যাটার্নে পরিবর্তনের জন্য তাইতো?

মলয়ঃ একদম তাই, হ্যাঁ, দাঁড়াও একটা ছবি দেখাই, *(মোবাইলে ছবি খোঁজার অভিব্যাক্তি)* এই যে পেয়েছি, দেখ দেখ এই ছবিটা দেখ, তাহলে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর এখানেই পেয়ে যাবে .....

সকলেঃ কই কই দেখি দেখি .....

বাদলঃ এ তো আমাদের পৃথিবীর ছবি , কিন্তু এই সুন্দর নীল গ্রহর চারপাশ ঘিরে কেমন লাল আভা, মনে হচ্ছে যেন গ্রহটার গা থেকে উত্তাপ বেরোচ্ছে,

অসীমঃ আবার তার গায়ে একটা থার্মোমিটার গাঁথা, যার পারদ স্তম্ভ বেশ চড়ে রয়েছে, দেখুন জেঠু দেখুন, পৃথিবীকে পরীক্ষা করছেন কয়েকজন ডাক্তার .....

প্রবালঃ হুঁম, দেখে মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর জ্বর হয়েছে, মানে বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রভাব! আর তাই পৃথিবীও অসুস্থ, ...আবার অসুখের সিম্পটম বা লক্ষণগুলিও পাশে পাশে ফুটে উঠছে লেখার মাধ্যমে

মলয়ঃ ভাল করে দেখ দেখি কি লেখা ফুটে উঠছে .....

বাদলঃ হ্যাঁ, 'বরফ caps এর গলন', 'সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বাড়া', 'চরম আবহাওয়া তৈরি' এবং 'পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন রোগের উদ্ভব' আর 'লুপ্ত হয়ে যাওয়া বেশ কিছু পুরানো মারাত্মক অসুখের পুনরাবির্ভাব'.... ওরে বাবা, *(চিন্তিত স্বরে)হুঁ* , কাকু এই কথাগুলি কেমন যেন ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে, মনে হচ্ছে কিসের যেন আগাম আভাস দিচ্ছে.....

দীপাঃ লুপ্ত হওয়া রোগ আবার দেখা দিয়েছে মানে !? কি সব বলছিস রে? ঠিক করে পড় ...

মলয়ঃ হ্যাঁ, বৌদি ঠিকই পড়েছে বাদল, আর সেই আভাসই আজ বিজ্ঞানীদের চিন্তায় ফেলে দিয়েছে কারণ তার প্রভাব পড়ছে পৃথিবীবাসীর ওপর, জীবকূলের বাস্তুতন্ত্রর ওপর, তার পরিবেশের ওপর

অসীমঃ আচ্ছা ডাঃ কাকু, পৃথিবীর গরম হয়ে ওঠা ও বরফ গলার মধ্যে কার্য কারণ সম্পর্কটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু বরফ গলার সঙ্গে রোগ ভোগের সম্পর্কটা কি সেটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন...

বাদলঃ হ্যাঁ কাকু এটা আমারও খুব জানার ইচ্ছা .....

প্রবালঃ হ্যাঁ, এটাতো আমিও জানতে চাই, তবে একটা কথা,(উম্) ভারতে বরফ গলে অসুখ ছড়াবে মানে এই সম্ভাবনা কি আছে নাকি? কি বল মলয় ?

মলয়ঃ দাদা, এটা ঠিক যে দুনিয়ার উষ্ণতার পরিবর্তনে বরফ গলছে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে, ভূগর্ভস্থ চিরহিমায়িত অঞ্চল বা permafrost এলাকায় তাই বরফের নিচে চাপা পড়ে থাকা ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাস ওই সব অঞ্চলে নতুন করে জেগে উঠে অসুখ ছড়াবে এই সম্ভাবনাই বেশি। তার ওপর বিজ্ঞানীদের কাছে এই সব ভাইরাসের প্রতিষেধক এখনও অধরা, তাই তাঁরা আতঙ্কিতও

বটে। কিন্তু হিমালয়কে ঘিরে থাকা বিশাল অঞ্চলেও এই একই বিপদের আশঙ্কাকেও কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেননি বিজ্ঞানীরা ।তাই তোমার কথাটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক না প্রবালদা।

প্রবালঃ বল কি ভায়া?.... তাইতো, তোমার কথা শুনে তো এখন বেশ ভয়ই লাগছে!!

অসীমঃ আর এটা ভেবে আরও আশ্চর্য লাগছে যে অত ঠাণ্ডায় রোগসৃষ্টিকারী জীবানুরা বেঁচে ছিল কি করে?

মলয়ঃ তাহলে তোমাদেরকে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতার গল্প বলি।

সকলেঃ সেই ভাল/ হ্যাঁ বল বল/ দারুণ হবে *(ইত্যাদি নানান মন্তব্য)*

(নেপথ্যে হালকা বিদেশি মিউজিকে পরিবেশ সৃষ্টি ও পাঠ)

সূত্রধরঃ সময়টা ছিল ২০১৬ র অগাস্ট মাস।ডঃ মলয় সোম তখন কর্ম সূত্রে সাইবেরিয়ার ইয়ামাল পেনিনসুলার এক হাসপাতালের সাথে যুক্ত।সেখানে তাঁর প্রধান সহকর্মী ছিলেন ডঃ ভ্লাদিমি ইগর। সেই সময় হাসপাতালে তখন দুনিয়া তোলপাড় করা এক চাঞ্চল্যকারী ঘটনা ঘটেছিল ... হাসপাতালের সব বিভাগের ডাক্তার, নার্স ও কর্মীদের তখন দম ফেলার অবকাশ ছিলনা। কয় দিন ধরে দলে দলে রোগী ভর্তি হচ্ছে, কিন্তু রোগ ডিটেক্ট করা যাচ্ছে না। তারমধ্যে আবার একজন মারা গেলেন ... ওদিকে আবার সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের চাপ বাড়ছে রোগের কারণ কি তা জানার জন্য, উফ্ সে কি দুর্বিসহ অবস্থা। শুধু দুশ্চিন্তা আর কর্ম ব্যাস্ততা .....

(অতীতের নতুন প্রেক্ষাপটে বিদেশি পরিবেশে হাসপাতালের কর্ম ব্যাস্ততা, অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ ইত্যাদির এফেক্ট ..... নেপথ্যে বিদেশি মিউজিক ..... ধীরে ধীরে কমে আসছে আওয়াজ , কর্ম ব্যাস্ত নার্স ও ডাক্তাররা)

ডঃ ইগরঃ সিসটার, আজ সারাদিনে কতজন নতুন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে?

নার্সঃ চল্লিশ জন ডঃ ইগর,

ডঃ সোমঃ আর এই চল্লিশ জনের অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ তো সব একই, তাই তো?

নার্সঃ ইয়েস ডক্টর, সেই পেটে প্রচণ্ড ব্যাথা, loose motion with blood in stool, গায়ে জ্বর। প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট তো এত রোগীর blood, stool পরীক্ষা করতে করতে নিশ্বাস ফেলারও সময় পাচ্ছেন না। হরিবিল ... সিম্পিলি হরিবিল কনডিশন, উফ এক সাথে এত লোকের ফুড পয়জিনিং

ডঃ সোমঃ (*চিন্তিত সুরে***)** 'ফুড পয়জিনিং', ফুড পয়জিনিং, না না সিসটার, কেন জানি না আমার মন অন্য কথা বলছে,

নার্সঃ কেন স্যার ?

ডঃ সোমঃ আপনি একটু রেজিস্টারটা চেক করে দেখুন তো এরা সবাই কি একই এলাকার বাসিন্দা?

নার্সঃ ইয়েস ডঃ, আমি দেখে এসে বলছি ,

ডঃ ইগরঃ আচ্ছা মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড মলয় আপনার কি কোথাও অন্য রকম কিছু মনে হচ্ছে?

ডঃ সোমঃ এখুনি বলতে পারছি না তবে মনে একটা ভাবনা আসছে, দেখি সিসটার কি রিপোর্ট দেন

ডঃ ইগরঃ ইয়েস, অসুস্থতার তীব্রতা দেখে আর প্রাথমিক ভাবে ওষুধে respond করছে না দেখে আমারও মনে হয় এটা কোনো পরিচিত রোগ নয়, কিছু একটা রহস্য আছে .....

ডঃ সোমঃ বিশেষ করে ওই শ্বাসকষ্টর লক্ষণটা এবং চামড়ায় rash বা চুলকানি অন্য কিছু ইঙ্গিত করছে।ওই যে সিসটার আসছেন, কি জানতে পারলেন সিসটার ?

নার্সঃ ডক্টর, আপনার অনুমান একদম সঠিক। এঁরা সকলেই এক এলাকার লোক আর এদের পেশাও এক, এরা সবাই বল্গাহরিণ পালন করেন। আর বল্গা হরিণের মাংস হল এঁদের অন্যতম প্রধান খাদ্য।
ডঃ সোমঃ আর কোনো তথ্য জানা গেল?
নার্সঃ হ্যাঁ স্যার, গতকাল একজন পেশেন্টের সাথে কথায় কথায় জানতে পারা গেছে যে, ইদানীং তাদের কয়েকজনের ফার্মে বেশ কিছু হরিণও মারা গেছে, তাও আবার অজানা রোগে .....
ডঃ ইগরঃ any thing else, আর কিছু সিসটার?
ডঃ সোমঃ ***(উল্লসিত হয়ে)*** আরে এই তো, এইখানেই রয়েছে রহস্যের চাবিকাঠি, এটা নিশ্চয় অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণে হয়েছে।
ডঃ ইগরঃ অ্যানথ্রাক্স? তুমি কি বলছ বলত সোম ? সে রোগ তো এই অঞ্চল থেকে কবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ১৯৪১ সালে শেষ বারের মত অ্যানথ্রাক্স রোগের কথা শোনা গিয়েছিল, তখন অ্যানথ্রাক্স নির্মূল করার সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল লুই পাস্তুরের আবিষ্কৃত টীকা ব্যবহার করে .....
ডঃ সোমঃ এইটাই তো আশ্চর্য বন্ধু, তখনও এই বল্গাহরিণ দলে দলে মারা গিয়েছিল। কোনো কোনো আক্রান্ত হরিণের মৃতদেহ হয়ত সে সময় নিশ্চয় মাটির নিচে চাপা পড়ে, ফলে তাদের সাথে ওই ভাইরাসও মাটি চাপা পড়ে যায়।আর এই দীর্ঘ ৭৫ বছর ভূগর্ভস্থ চিরহিমায়িত অঞ্চলে ঘুমিয়ে কিন্তু বেঁচে ছিল সেই ভাইরাস আর ফের জেগে ওঠার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করেছিল যে কখন বরফ গলবে ।
ডঃ ইগরঃ ইয়েস মানে 'জম্বিয়াক প্যাথোজেন', আর এই সুযোগ এনে দিল বিশ্ব উষ্ণায়ণ,
নার্সঃ আর এর জন্যই নতুন নতুন রোগের সঙ্গে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করছে পুরানো রোগ, কি ভয়ানক!!তাহলে স্যার এখন আমাদের কি কর্তব্য?
ডঃ সোমঃ হ্যাঁ, সবচেয়ে আগে জরুরি হল, প্রতি রোগির রক্তের নমুনা আবার করে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে উইথ 'অ্যানথ্রাক্স অ্যাজ প্রভিশনাল ডায়াগোনিসিস'। আমি প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট ও হাসপাতাল কতৃপক্ষর সাথে এব্যাপারে আজই কথা বলছি .....
ডঃ ইগরঃ শুধু তাই নয়, একেবারে সরকারি পর্যায়ে জানিয়ে তাদের সহযোগিতায় পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে হবে, মোটে সময় নষ্ট করা চলবে না, যদি ডায়াগোনিসিসে সত্যি সত্যি অ্যানথ্রাক্স ধরা পড়ে তাহলে আমাদের সারা ইয়ামাল পেনিনসুলার সকলের জন্য প্রতিষেধক টীকার যোগান দরকার হবে...
ডঃ সোমঃ একদম ঠিক কথা বলেছ ইগর, চল, লেট আস মুভ, আর এক মুহূর্ত দেরী নয় .....
(পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী মিউজিক্যাল এফেক্ট ..... ও ধীরী ধীরে বর্তমানে ফিরে আসবে)

বাদলঃ ওহো কাকু, কি দারুণ অভিজ্ঞতা!!তারপর কি হল কাকু?
মলয়ঃ তারপর সেখানকার গভর্নমেন্ট আপত কালীন তৎপরতায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। কিন্তু সেই ঘটনায় একটাই লাভ হয় যে বিশ্বের বিজ্ঞানি মহল, চিকিৎসক, সমাজসেবি সকলেই অ্যালার্ট হয়ে যান এ ধরণের ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে।
অসীমঃ হ্যাঁ, সবাইকেই এই সত্যটা বুঝতে হবে যে দুনিয়াও তার রূপ পাল্টাচ্ছে, বদলাচ্ছে আমাদের বসুন্ধরা .....
দীপাঃ একদম খাঁটি কথা বলেছ অসীম, কিন্তু না এখন আর কোনো কথা না কোনো আলোচনাও না, আপাতত কাকুকে একটু বিশ্রাম দাও; ঘড়ির দিকে একবার তাকাও দেখি, কত বেলা হয়ে গেছে সে খেয়াল আছে? দুপুরের খাওয়া দাওয়া করতে হবে না নাকি? ও, অসীম তুমি কিন্তু চলে যাবে না, এখানে খেয়ে যাবে,

অসীমঃ না না কাকিমা .....

দীপাঃ উঁহু, মাথা নাড়লে হবেনা অসীম, দাঁড়াও আমি ব্যবস্থা করছি, (*স্বামীকে উদ্দেশ্য করে)* এই শুনছ, শোনো না, তুমি অসীমদের বাড়িতে একটা ফোন করে দাও তো, বল যে এই বৃষ্টির মধ্যে আমরা এখন ওকে ছাড়ছি না, একেবারে খেয়ে দেয়ে পরে যাবে, আর তোমরা সবাই স্নান করে নাও, দেরি কোরোনা, আমি রান্নার দিকটা দেখি কতদূর কি হল .....

প্রবালঃ ইয়েস ইয়েস, এটা ভাল ব্যবস্থা, বাদল দে তো, আমার ফোনটা দে, ওদিকে তো খিচুড়ির গন্ধ আসছে ..... আহা .....

বাদলঃ উফ্, দারুণ হবে,..... খাওয়া দাওয়ার পর আবার আমাদের আসর জমে যাবে .....

(খুসির পরিবেশ.... অনুরূপ মিউজিক)

(সমাপ্তির মিউজিক)

..... **X X** .....